অধ্যায় ৯৮
বেহেশত; প্রকাশিত কালাম ২১, ২২

শ্রোতা বন্ধুরা, শান্তি আপনাদের সহবর্তি থাকুক। আল্লাহ্‌র নামে আপনাদের অভিবাদন জানাই, শান্তির আল্লাহ্‌, যিনি ধার্মিকতার পথ প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তিনি চান যেন প্রত্যেকেই সে পথ সম্পর্কে জানতে পারে এবং আত্মসমর্পণ করে, এবং সত্যিকারের শান্তি যেন চিরদিন তাদের সাথে থাকে। আপনাদের অনুষ্ঠান "*ধার্মিকতার পথ*" নিয়ে আজ উপস্থিত হতে পেরে আমরা আনন্দিত। আমাদের গত দিনের অনুষ্ঠানে আমরা **জাহান্নাম** সম্পর্কে আলোচনা করেছিলাম, যে জায়গার শাস্তি থেকে কোন মুক্তি নেই। জাহান্নাম এমনই এক ভয়ংকর স্থান যা শয়তান ও তার ফেরেশতাদের জন্য তৈরী করা হয়েছে। এটা সে জায়গা, যেখানে তাদেরকেই যেতে হবে যারা আল্লাহ্‌র প্রতিষ্ঠিত নাজাত লাভের পথকে অগ্রাহ্য করবে। সেখানে তারা চিরদিনের জন্য আল্লাহ্‌র কাছ থেকে আলাদা হয়ে যাবে! তাই পাক্‌-কিতাব ঘোষণা করে থাকে: *"যাদের নাম সেই জীবন-কিতাবে পাওয়া গেল না, তাদেরও আগুরেন হ্রদে ফেলে দেওয়া হল।"* (প্রকাশিত কালাম ২০:১৫) সত্যিই, মানুষের ভাবনার সবচেয়ে ভয়ানক বিষয় হল জাহান্নাম। কিন্তু আজ আমরা মানুষের দিলের একটি প্রত্যাশিত বিষয় নিয়ে আলোচনা করার পরিকল্পনা করেছি। সে বিষয়টি হল **জান্নাত** বা **বেহেশত**। বেহেশত সম্পর্কে বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন ধরনের চিন্তা করে থাকে, প্রত্যেকেই সেখানে যাবার চেষ্টা করে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ, যারা পূর্বদেশীয় ধর্ম বিশ্বাসের সাথে যুক্ত, তারা বিশ্বাস করে যে সুখের তফাত অনুযায়ী অনেক ধরনের বেহেশত আছে এবং প্রত্যেকটি মানুষ তাদের কাজের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন বেহেশতে থাকবে। অন্যেরা ভেবে থাকে যে সব মানুষকে প্রথমে জাহান্নামে যেতে হবে, সেখানে তারা তাদের খারাপ কাজের জন্য শাস্তি ভোগ করে পরে আবার জান্নাতে প্রবেশ করবে। অনেকে আবার এমনটা ভেবে থাকে যে, আল্লাহ্‌ তাদের জন্যই বেহেশত ঠিক করে রেখেছেন, যারা বিশ্বস্তভাবে তাদের ধর্মীয় রীতি-নীতি পালন করে এবং সেটা এমন একটা যায়গা যেখানে লোকেরা প্রচুর খাবার খেতে এবং পরমানন্দে থাকতে পারে। সত্যিই বেহেশত সম্পর্কে মানুষের অনেক রকমের ধারনা আছে এবং সেখানে যাওয়ার বিভিন্ন মাধ্যমও তারা বের করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। যাইহোক, বেহেশত সম্পর্কে **লোকে কি ভাবে** তা আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়, কিন্তু পাক্‌ কালামে **আল্লাহ্‌** বেহেশত সম্পর্কে **কি বলেছেন**, তা আজ আমাদের মূল আলোচ্য বিষয়। নবীদের কিতাবে বেহশতের অনেক নাম রয়েছে। এটাকে বলা হয়ে থাকে জান্নাত; আল্লাহ্‌র সিংহাসন; আল্লাহ্‌র উপস্থিতি; আল্লাহ্‌র ঘড়; আল্লাহ্‌ পাকের আবাস স্থল; পবিত্র নগর; জীবন্ত আল্লাহ্‌র রাজধানী; বেহেশতের জেরুজালেম; পবিত্র ভেড়া ও ফেরেশতাদের বাড়ি; মাবুদ ঈসার পবিত্র ও গৌরবময় উপস্থিতি; এবং আল্লাহ্‌ লোকদের বাড়ি, যাদের নাম বেহেশতে লেখা আছে। মাবুদ আল্লাহ্‌ বেহেশতকে বলেছেন, "*আমার পিতার ঘর,*" কারন দুনিয়াতে জন্মগ্রহণ করার পূর্বে তিনি সেখানেই ছিলেন।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, বেহেশত হল **আল্লাহ্‌র বসবাসের জায়গা**। আমরা জেনেছি যে আল্লাহ্‌ সব জাগায় আছেন; তবুও এমন একটি জায়গা আছে যা পবিত্র, উজ্জ্বল, এবং খুব মনোহর, যা আকাশের নক্ষত্রদের চেয়েও অনেক অনেক দূরে, যেখানে আল্লাহ্‌ তাঁর মহিমায় বসবাস করেন। এটাই সে স্থান যেখানে পরাৎপরের পুত্র,

অধ্যায় ৯৮

বেহেশত; প্রকাশিত কালাম ২১, ২২

ঈসা, সর্বশক্তিমানের ডান পাশে, তাঁর সিংহাশনে বসে আছেন, এবং দুনিয়াতে তাঁর দ্বিতীয় আগমনের জন্য অপেক্ষা করছেন, যখন তিনি এর বিচর করবেন এবং আবার নতুন ভাবে এটি তৈরী করবেন। সেই সাথে বেহেশত সেই জায়গা যেখানে হাজার হাজার ফেরেশতা এবং লোকেদের বিশাল জামাত সিংহাসনের চারপাশে বিরাজ করে, যাদের আল্লাহ্, নিষ্পাপ ভেড়া, অর্থাত মাবুদ ঈসা মসীহের মধ্য দিয়ে নাজাত দান করেছেন। সুসংবাদের কিতাবের, প্রকাশিত কালামেল শেষ দু'টি রুকুতে, আল্লাহ্, তাঁর সাহাবী ইউহোন্নাকে এক স্বপ্নের মাধ্যমে বেহেশতের পবিত্র রাজধানী দেখিয়েছেন, যা আল্লাহ্ তাদের জন্য তৈরী করেছেন, যাদের নাম জীবন কিতাবে লেখা আছে। চলুন শুনে নেয়া যাক বেহেশতের রাজধানী সম্পর্কে কিতাবে কি লেখা আছে।

(প্রকাশিত কালাম ২১) {১০-১২, ১৬, ১৯, ২১-২৪, ২৫, ২৭

১০পরে সেই ফেরেশতা আমাকে একটা বড ও উঁচু পাহাড়ে নিয়ে গেলেন। তখন আমি পাক-রূহের বশে ছিলাম। আল্লাহর মহিমাতে উজ্জ্বল যে পবিত্র শহর জেরুজালেম বেহেশতের মধ্য থেকে এবং আল্লাহর কাছ থেকে নেমে আসছিল তিনি আমাকে তা দেখালেন। ১১সেই শহরের উজ্জ্বলতা খুব দামী পাথরের উজ্জ্বলতার মত, স্ফটিকের মত পরিষ্কার হীরার মত। ১২সেই শহরের একটা বড উঁচু দেয়াল ছিল ও তাতে বারোটা দরজা ছিল, আর সেই দরজাগুলোতে বারোজন ফেরেশতা ছিলেন। ইসরাইল জাতির বারো বংশের নাম ঐ দরজাগুলোর উপরে লেখা ছিল। ১৬শহরটা চারকোনা বিশিষ্ট- লম্বা ও চওড়ায় সমান। পরে তিনি সেই মাপকাঠি দিয়ে শহরটা মাপলে পর দেখা গেল সেটা লম্বা, চওড়া ও উচ্চতায় দুহাজার চারশো কিলোমিটার। ১৯সেই শহরের দেয়ালের ভিত্তিগুলোতে সব রকম দামী পাথর বসানো ছিল। প্রথম ভিত্তিটা হীরার, দ্বিতীয়টা নীলকান্তমণির, তৃতীয়টা তাম্রমণির, চতুর্থটা পান্নার, ২১বারোটা দরজা ছিল বারোটা মুক্তা। প্রত্যেক দরজা এক একটা মুক্তা দিয়ে তৈরী ছিল। শহরের রাস্তাটা পরিষ্কার কাচের মত খাঁটি সোনায় তৈরী ছিল। ২২আমি সেই শহরে কোন এবাদত-খানা দেখলাম না, কারণ সর্বশক্তিমান মাবুদ আল্লাহ্ এবং মেষ-শাবকই ছিলেন সেই শহরের এবাদত-খানা। ২৩সেই শহরে আলো দেবার জন্য সূর্য বা চাঁদের কোন দরকার নেই, কারণ আল্লাহর মহিমাই সেখানে আলো দেয় এবং মেষ-শাবকই সেখানকার বাতি; ২৪আর সব জাতি সেই আলোতে চলাফেরা করবে। দুনিয়ার বাদশাহরা তাঁদের জাঁকজমক নিয়ে সেই শহরে আসবেন। ২৫দিনের বেলা শহরের দরজাগুলো কখনও বন্ধ থাকবে না আর সেখানে রাতও হবে না। ২৭নাপাক কোন কিছু কিংবা জঘন্য কাজ করে বা মিথ্যা কথা বলে এমন কোন লোক সেখানে কখনও ঢুকতে পারবে না; যাদের নাম মেষ-শাবকের জীবন্তকিতাবে লেখা আছে তারাই কেবল সেখানে ঢুকতে পারবে।

(প্রকাশিত কালাম ২২) {১,২,৩[২১:৪],৫}

১তারপর সেই ফেরেশতা আমাকে জীবন্ত পানির নদী দেখালেন। সেটা স্ফটিকের মত চক্‌চকে ছিল এবং আল্লাহর ও মেষ-শাবকের সিংহাসনের কাছ থেকে বের হয়ে শহরের রাস্তার মাঝখান দিয়ে বয়ে যাচ্ছিল। সেই নদীর দুধারেই জীবন্তগাছ ছিল। তাতে বারো রকমের ফল ধরে। প্রত্যেক মাসেই তাতে ফল ধরে এবং তার পাতায় সমস্ত জাতির লোক সুস্থ হয়। বদদোয়া আর থাকবে না। ৩আল্লাহর ও মেষ-শাবকের সিংহাসন সেই শহরে থাকবে এবং তাঁর গোলামেরা তাঁর এবাদত করবে। ৪তিনি তাদের চোখের পানি মুছে দেবেন। মৃত্যু আর হবে না; দুঃখ, কান্না ও ব্যথা আর থাকবে না, কারণ আগেকার সব কিছু শেষ হয়ে গেছে।৫রাত আর থাকবে না এবং তাদের আর বাতির আলো বা সূর্যের আলোর দরকার হবে না, কারণ মাবুদ আল্লাহ্ নিজেই তাদের আলো হবেন। তারা চিরকাল ধরে রাজত্ব করবে।

অধ্যায় ৯৮
বেহেশত; প্রকাশিত কালাম ২১, ২২

এভাবে আল্লাহ্ হযরত ইউহোন্নাকে সেই পবিত্র রাজধানী দেখিয়েছিলেন, যা তিনি তাঁর দেয়া নাজাতের পথের অনুসারীদের জন্য তৈরী করছেন। এ পর্যন্ত আমরা যা শিখেছি, এখন আসুন, আমরা তা আবার চিন্তা করে দেখি যে আল্লাহ্ তাঁর কালামে **বেহেশতের দিকে নিয়ে যাওয়ার পথ সম্পর্কে কি বলেছেন**। আমরা কিভাবে নিশ্চিত হতে পারি যে আমরা কি বেহেশতে যাব নাকি জাহান্নামে যাব? আপনি কি মনে করতে পারেন যে আল্লাহ্র ঘড় এবং সেখানে নিয়ে যাবার পথ সম্পর্কে মসীহ্ তাঁর সাহাবীদের কি বলেছিলেন? তিনি তাঁদের বলেছিলেন: (ইউহোন্না ১৪) {১-৪, ৬}

১"তোমাদের মন যেন আর অস্থির না হয়। আল্লাহ্র উপর বিশ্বাস কর, আমার উপরেও বিশ্বাস কর। ২আমার পিতার বাড়ীতে থাকবার অনেক জায়গা আছে। তা না থাকলে আমি তোমাদের বলতাম, কারণ আমি তোমাদের জন্য জায়গা ঠিক করতে যাচ্ছি। ৩আমি গিয়ে তোমাদের জন্য জায়গা ঠিক করে আবার আসব আর আমার কাছে তোমাদের নিয়ে যাব, যেন আমি যেখানে থাকি তোমরাও সেখানে থাকতে পার। ৪আমি কোথায় যাচ্ছি তার পথ তো তোমরা জান।৫ ৬ঈসা থোমাকে বললেন, "আমিই পথ, সত্য আর জীবন। আমার মধ্য দিয়ে না গেলে কেউই পিতার কাছে যেতে পারে না।

ঈসা মসীহ্ এই বিষয়টিই বলেছিলেন। তিনি নিজেই **পথ**। যে কোন ব্যক্তি পরাৎপরের পুত্র, সেই পাক্ নাজাত দাতার মধ্য দিয়ে না আসে, সে কখনো আল্লাহ্ নিকটে যেতে পারে না! **কখনও না**! আর এ বিষয়ে কিতাব ঘোষণা করে থাকে:

*"নাজাত **আর কারও কাছে** পাওয়া যায় না, কারণ সারা দুনিয়াতে আর এমন কেউ নেই যার নামে আমরা নাজাত পেতে পারি।"* (প্রেরিত ৪:১২) *"আল্লাহ্ মাত্র একজনই আছেন এবং আল্লাহ্ ও মানুষের মধ্যে মধ্যস্থও মাত্র একজন আছেন। সেই মধ্যস্থ হলেন মানুষ মসীহ্ ঈসা। তিনি সব মানুষের মুক্তির মূল্য হিসেবে নিজের নিজের জীবন দিলেন..."* (১ তীমথিয় ২:৫, ৬ আয়াত)

ঈসা মসীহই সেই মধ্যস্থতাকারী, যিনি আল্লাহ্র কাছ থেকে এসেছেন, তিনিই **নাজাত দানের সেই পথ**, যার মাধ্যমে আমরা বেহেশতের দিকে এগিয়ে যাই। গুনাহ্গারদেরকে আল্লাহ্র কাছে নিয়ে আসার জন্য ঈসা দুনিয়াতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, দুনিয়াতে তিনি এক পবিত্র জীবন-যাপন করেছিলেন, গুনাহের জন্য নিখুঁত কোরবানী হয়ে নিজের রক্ত ঢেলে দিয়েছিলেন, এবং তিন দিন পরে আবার মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে উঠেছিলেন। কেবল মাত্র তাঁর মধ্য দিয়েই আল্লাহ্র নিকট যাওয়া সম্ভব। আপনি কি তা বিশ্বাস করেন? আপনি কি জানেন যে ঈসা মসীহই **একমাত্র পথ** যার মাধ্যমে গুনাহ্গাররা আল্লাহ্র কাছে আসতে পারে। এ বিষয়টি আমরা একটা **ছোট গল্পের** মাধ্যমে ব্যাখ্যা করতে পারি। একজন লোক একটা ছোট গ্রামে বাস করত। গ্রামটা জঙ্গল থেকে দূরে। সে এমন সমাজের লোক ছিল যারা কোন পোশাক পরত না। তারা শুধুমাত্র তাদের কোমরে বেল্টের মত একটা বন্ধনী পরত। এই লোকটির এক খন্ড জমি ছিল যেখানে সে চাষ করত, কিন্তু একদিন খুব শক্তিশালী একজন লোক এসে তার জমিটাকে দখল করে নিল ফলে চাষ করার জন্য তার কাছে আর কোন

জায়গা থাকল না। কেউ তাকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে এল না, কারণ তাদেরকে দেবার মত তার কাছে কিছু ছিল না।

একদিন সে চিন্তা করল যে সে রাজধানীতে প্রেসিডেন্টের সাথে দেখা করতে যাবে, যিনি সেই দেশ শাসন করেন, এবং তার কাছে সাহায্য প্রার্থণা করবে কারণ সে শুনেছিল যে সেই শাসক একজন দয়াবান ও সৎ লোক। তাই সে খুব ভোরে উঠে রাজধানীর উদ্দেশ্যে হাটতে থাকল, হাটতে থাকল, যতক্ষন না পর্যন্ত প্রেসিডেন্টের বাস ভবনে না পৌঁছল। ওহ! এটা কত বিশাল এবং সুন্দর বাসভবন! যখন সে সেই বসভবনের দরজায় এসে পৌঁছাল এবং তার অমার্জিত এবং উলঙ্গ অবস্থা নিয়ে ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করল, তখনই গেটের দারওয়ান চেঁচিয়ে ধমক দিয়ে তাকে বলল, "এই, তুমি থাম! তুমি কি করার চেষ্টা করছ?!" তখন সে বলল, "আমি প্রেসিডেন্টের সাথে দেখা করতে চাই।" দারওয়ান তাকে বলল, আহা! কি শখ! তুমি কি মনে করেছ যার ইচ্ছা সেই এখান দিয়ে ঢুকে ভিতরে যেতে পারে? তুমি একবার নিজেকে দেখ! তুমি কি জান না যে তুমি এখানে এভাবে নোংরা এবং উলঙ্গ হয়ে আসতে পারবে না? এখনই এখান থেকে দূর হও, তা না হলে আমি এখনই তোমাকে জেলে বন্দি করে রাখব!" ফলে সেই দরিদ্র লোকটি ফিরে চলে গেল, কিন্তু সে তখনও হতাশ হয়নি। সে গিয়ে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ভিক্ষা করল। ভিক্ষার টাকা দিয়ে সে কিছু সস্তা পোশাক ক্রয় করল, গোসল করল, পোশাক পরল এবং আবার সেই সেই প্রেসিডেন্টের বাসভবনে ফিরে গেল। গেটের কাছে পৌঁছলে, দারওয়ান তাকে বলল, "তুমি কাপড় পরেছ ঠিকই কিন্তু এই কাপড় পরে প্রেসিডেন্টের কাছে যাওয়া আমি তোমাকে অনুমতি আমি তোমাকে দেব না। এমনকি তুমি যদি আরও ভাল কাপড়ও পরে আস তবুও তুমি ভিতরে যেতে পারবে না কারণ বিচারকের বাড়িতে ঢোকার জন্য তোমার অবশ্যই **বিশেষ অনুমতির প্রয়োজন আছে**। এখানে ঢোকার কোন অধিকার তোমার নেই! এখন এখান থেকে দূর হও!" এ ঘটনার কারনে লোকটি তার মনোবল হারিয়ে ফেলল, সে বলল, লাভ কি হল? আমি কত কষ্ট করলাম, তবু দেশের শাসনকর্তার কাছেই পৌঁছাতে পারলাম না। তার সব আসা শেষ হয়ে গেল, চরম হতাশ হয়ে সে রাস্তার পাশে বসে পরল। কিন্তু এ সব কিছু সেই দেশের শাসক আড়াল থেকে লক্ষ্য করছিলেন। সেই শাসনকর্তার বড় ছেলেও সেখানে ছিল। যাও! গিয়ে খুজে বের কর এই লোকটি কি চায়! শাসনকর্তার ছেলে সেই লোকটির কাছে এসে নিচু হয়ে বসে তাকে প্রশ্ন করল, "স্যার, আমি কি কোনভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারি? আপনি এখানে কেন এসেছেন? আর আপনাকে কেনই বা এত হতাশ দেখাচ্ছে?" লোকটি তাকে উত্তর দিল, "আমি দেশের শাসনকর্তার সাথে দেখা করতে চাই, কিন্তু এটা একেবারে অসম্ভব। **আমার সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে**!" তখন সেই যুবকটি বলল, "আমি এই দেশের শাসনকর্তার পুত্র, আর আমার পিতা তোমাকে সাহায্য করার জন্য আমাকে এখানে পাঠিয়েছে। তুমি আমাকে অনুসরণ কর।" এভাবে সেই তার সাথে প্রেসিডেন্টর প্রাসাদের গেট পর্যন্ত গেল। যে দারোয়ান পূর্বে লোকটিকে ভিতরে যেতে দেয় নি, যখন তারা সেই দারোয়ানের সামনে আসল, দারোয়ান

অধ্যায় ৯৮
বেহেশত; প্রকাশিত কালাম ২১, ২২

তখনই উঠে দাড়িয়ে সম্মানের সাথে তাদের স্যালুট দিল আর তারা গেট দিয়ে ঢুকে হাটতে হাটতে সোঁজা গিয়ে প্রেসিডেন্টর প্রাসাদের দরবারের উপস্থিত হল। তখন পুত্র সেই দরিদ্র লোকটিকে একটি খুব সুন্দর দামী কাপড় পরতে দিলেন। এরপরে তারা একসাথে প্রেসিডেন্টের প্রাসাদে প্রবেশ করল। আর এভাবেই **শুধুমাত্র বিচারকর্তার পুত্রের ক্ষমতা ও সাহায্যের কারণে** সেই লোকটা প্রেসিডেন্টের প্রাসাদে গিয়ে তার সাথে দেখা করার সুযোগ পেয়েছিল। বন্ধুগন, ঠিক একই উপায় তাদের জন্য যারা বেহেশতে, বাদশাহ্ দের বাদশাহ্র প্রাসাদে প্রবেশ করতে চায়। জগতের বিচারকর্তা, আল্লাহ্ পবিত্র ও সর্বশক্তিমান। আমরা যে কোন উপায়ে তাঁর পবিত্র উপস্থিতির সামনে গিয়ে হাজির হতে পারি না! আমাদের নিজেদের এমন কোন ক্ষমতা নেই যার মাধ্যমে আমরা তাঁর কাছে যেতে পারি। আমার সবাই ঐ দরিদ্র লোকটার মত যে সব ধরনের চেষ্টা করেছিল কিন্তু কোনভাবেই নিজের চেষ্টায় প্রেসিডেন্টের সাথে দেখা করতে পারে নি। কিতাব লেখা আছে: *"আমরা প্রত্যেকে নাপাক লোকের মত হয়েছি আর আমাদের সব সৎ কাজ নোংরা কাপরের মত।"*(ইশাইয়া ৬৪: ৬ আয়াত) বেহেশত একটি পবিত্র জায়গা, এবং *"নাপাক কোন কিছু কিংবা জঘন্য কাজ করে বা মিথ্যা বলে এমন কোন লোক সেখানে কখনও ঢুকতে পারবে না!"* (প্রকাশিত কালাম ২১: ২৭ আয়াত) **আর কেউই আমাদের সেই পবিত্র স্থানে নিয়ে যেতে পারবে না একমাত্র একজন ছাড়া, যিনি সেখান থেকে এসেছেন!** সেই পবিত্র ব্যাক্তি হলেন **ঈসা মসীহ**, পরাৎপরের অনন্তকালীন পুত্র, আল্লাহ্র ভেরা, যিনি বেহেশত থেকে এসেছিলেন, গুনাহ্ মাফ করার জন্য কোরবানী হয়ে ছিলেন; যিনি মৃত্যুকে জয় করে জীবিত হয়ে উঠেছিলেন এবং আবার বেহেশতে ফিরে গেছেন! তাহলে, কে বেহেশতে প্রবেশ করতে পারে? শুধুমাত্র তারাই বেহেশতে প্রবেশ করতে পারে , যারা নাজাত দাতা, ঈসা মসীহের উপর ঈমান এনেছে এবং তাঁর রক্তের মাধ্যমে নিজেদের পরিষ্কার করেছে! আর এ বিষয়ে কিতাব ঘোষণা করে থাকে: (রোমীয় ৩:২২-২৫)২২যারা ঈসা মসীহের উপর ঈমান আনে তাদের সেই ঈমানের মধ্য দিয়েই আল্লাহ্ তাদের ধার্মিক বলে গ্রহণ করেন। ইহুদী ও অ-ইহুদী সবাই সমান, ২৩কারণ সবাই গুনাহ্ করেছে এবং আল্লাহ্র প্রশংসা পাবার অযোগ্য হয়ে পড়েছে। ২৪কিন্তু মসীহ্ ঈসা মানুষকে গুনাহের হাত থেকে মুক্ত করবার ব্যবস্থা করেছেন এবং সেই মুক্তির মধ্য দিয়েই রহমতের দান হিসাবে ঈমানদারদের ধার্মিক বলে গ্রহণ করা হয়। ২৫আল্লাহ্ প্রকাশ করেছিলেন যে, যারা ঈমান আনে তাদের জন্য ঈসা মসীহ্ তাঁর রক্তের দ্বারা, অর্থাৎ তাঁর জীবন্তকোরবানীর দ্বারা তাঁকে সন্তুষ্ট করেছেন। এইভাবেই আল্লাহ্ দেখিয়েছেন, যদিও তিনি তাঁর সহ্যগুণের জন্য মানুষের আগেকার গুনাহের শাস্তি দেন নি তবুও তিনি ন্যায়বান। (১ ইউহোন্না ৫: ৯-১৩) ৯আমরা মানুষের সাক্ষ্য গ্রহণ করে থাকি, কিন্তু আল্লাহ্র সাক্ষ্য তার চেয়েও বড়; আর তিনি তাঁর পুত্রের বিষয়ে সেই সাক্ষ্য দিয়েছেন। ১০ইব্নুল্লাহ্র উপর যে ঈমান আনে তার অন্তরে সেই সাক্ষ্য আছে। যারা আল্লাহ্র কথায় ঈমান আনে নি তারা তাঁকে মিথ্যাবাদী বানিয়েছে, কারণ আল্লাহ্ তাঁর পুত্রের বিষয়ে যে সাক্ষ্য দিয়েছেন তা তারা ঈমান আনে নি। ১১সেই সাক্ষ্য এই যে, আল্লাহ্ আমাদের অনন্ত জীবন দিয়েছেন

এবং সেই জীবন তাঁর পুত্রের মধ্যে আছে। ১২ইবনুল্লাহকে যে পেয়েছে সে সেই জীবনও পেয়েছে; কিন্তু ইবনুল্লাহকে যে পায় নি সে সেই জীবনও পায় নি। ১৩তোমরা যারা ইবনুল্লাহর উপর ঈমান এনেছ, তোমাদের কাছে আমি এই সমস্ত লিখলাম যাতে তোমরা জানতে পার যে, তোমরা অনন্ত জীবন পেয়েছ।

আজ আপনারা যারা এ অনুষ্ঠানটি শুনছেন, আপনারা কি আপনাদের অনন্ত জীবন সম্পর্কে **নিশ্চিত?** আপনি কি নিশ্চিত যে আপনি বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবেন এবং চিরদিন আল্লাহ্ উপস্থিতিতে থাকতে পারবেন? আপনি কি আল্লাহ্র পুত্রের নামের উপর ঈমান এনেছেন? আপনার নাম কি মেষশাবকের জীবন কিতাবে লেখা হয়েছে?

আজ আমরা যা নিয়ে আলোচনা করেছি তা গভীর ভাবে ধ্যান করুন, কারণ আল্লাহ্ চান যেন আপনি এর গভীর অর্থগুলো বুঝতে পারেন...

আল্লাহ্ আপনাকের রহমত দান করুন যেন আপনি পাক কিতাবের এই রোমাঞ্চকর আয়াত গুলোর অর্থ বুঝতে পারেন:

"আল্লাহকে যারা মহব্বত করে তাদের জন্য তিনি যা যা ঠিক করে রেখেছেন, সেগুলো কেউ চোখেও দেখে নি, কানেও শোনে নি এবং মনেও ভাবে নি।" (১ করিন্থীয় ২:৯ আয়াত)